ইসলামিক আদর্শে শিক্ষা-সংস্কৃতিসহ আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়নের জন্য ইমাম/উলেমা তথা জ্ঞানসমাজের "মর্যাদা" বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ প্রতিবেদন -

আসসালামো আলাইকুম,
সম্মানিত ইসলাম দরদী জ্ঞানসমাজ,
দুনিয়াটা হলো আখেরাতে শস্যক্ষেত্র, এখানে যে ফসল চাষ করবে, আখেরাতে সে সেটার-ই সুফোল ভোগ করবে । এখানে অশান্তি মানে আখেরাতে জাহান্নাম । সমাজ পরিবর্তনে ধর্মের ভূমিকা অপরিহার্য |আমরা আখরাতের চিন্তায় নিমগ্ন যেমন থাকবো তার পাশাপাশি সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনের শরীয়তি বিধান লঙ্ঘন না করে, ধর্মকে ব্যবহার করব । সমাজের ন্যায়, সুবিচার, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করলে আখেরাত এমনিতেই পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং পার্থিব জগতে সমগ্র মুসলিম জাতি উচ্চ আসন অলংকৃত করতে পারবেন,ইনশাআল্লাহ |
'ইমাম' বলতে কোন ঝাড়ুদার বা কর্মচারীকে বোঝায় না |'ইমাম' বলতে বোঝায় নেতা |'আল্লাহ' বলেন স্মরণ করো মানুষের প্রতিটি দলকে ইমাম সহ ডাকবো (বাণী ইজরাইল-৭১) |অর্থাৎ 'ইমাম'-কে তার জাতির দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে |প্রকৃত ইসলামিক যুগে যিনি নামাজের নেতা ছিলেন, তিনিই সমাজের নেতাও ছিলেন| তার হাতে দন্ড প্রদান ও কার্য করার ক্ষমতা ছিল |তাকে কেন্দ্র করেই সামাজিক থেকে সামরিক যাবতীয় কর্মকাণ্ড আর্বতিত হতো | যখন আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ভিত্তিক জীবন বিধান জাতীয় জীবন থেকে তিরোহিতো হলো তখন ভিন্ন জাতির পদানত দাসে পরিণত হলো মুসলিমরা ।
তখনই ইমামগণ আর দণ্ডপ্রদানের কর্তা রইলেন না, কিন্তু তারা রয়ে গেলেন 'ইমাম' নামক কর্মচারী| যারা সমাজপতিদের হাতের পুতুল মাত্র| ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ যেটা ইমামের প্রাথমিক দায়িত্ব তা পালনের অধিকার রইলো না| বিগত কয়েকশো বছর থেকে ইমামগণ জনগণের বেতনভুক্ত| ইমামগণেরাই মসজিদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন আযান দেন, নামায পড়ান, ঝাড়ু দেন, মক্তবের শিশুর কোরানসহ দ্বীনিয়াত শিক্ষা দেন |এইসব কাজের বিনিময়ে তিনি এলাকাবাসীর কাছ থেকে বেতন পেয়ে থাকেন| এ কাজগুলোর মধ্যে কিছু আছে যা,একান্তই আল্লাহর জন্য সালাত, কোরান শিক্ষা, দুয়া পড়া ইত্যাদি |এইগুলোর কোন বিনিময় মানুষ দিতে পারেনা, মসজিদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য একজন ঝাড়ুদার কে রাখা যেতে পারে, সে ক্ষেত্রে তাকে ক্লিনার বলে সম্বোধন করা যেতে পারে| আর মসজিদ পরিষ্কার রাখা মহৎ কাজ |
চেয়ারম্যান বলতে জনপ্রতিনিধিকে বোঝায়, যেকোনো ব্যক্তি চেয়ার টেনে নিলে চেয়ারম্যান হয় না |ইসলামের 'ইমাম' আর মসজিদে নামাজ পড়ানো, দেখাশুনা, ঝাড়ু দেওয়া 'ইমাম' এক নয়|আজকের ইমামগণ দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন, যে শ্রেণীর অস্তিত্ব প্রকৃত ইসলামের যুগে ছিলই না। এই শ্রেণীটি মূর্তিমান বিদাত বা সংযোজন এ পরিণত করেছেন সমাজপতিরা। কাজেই মাথা ঠান্ডা করে একটু চিন্তা করুন, আমরা কোথায় পথ হারিয়েছি? কোথায় ভুল করেছি ?কেন আমাদের মানুষগুলি এমন দিশেহারা ?কেন আমরা আজ পথ পাচ্ছি না? কেন আমাদের আজ সর্বত্র আতঙ্ক ভয় ?কেন আজকে কার্ল মার্কস ,লেলিন, স্ট্যালিন, মাও সেতুং, আব্রাহাম লিংকন, রুশো প্রমুখ দার্শনিক মতবাদকে মানুষ গ্রহণ করেছে ?কেন পশ্চিমা বিশ্বের অর্থনৈতিক-সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারা পোষণ করে পশ্চিমা সংস্কৃতিকে আলিঙ্গন করে, আরাম আইসে একটু স্বচ্ছলতার সাথে বসবাস করার জন্য প্রতিটি মানুষ লালায়িত থাকে? আমরা অত্যাধুনিক যুগে বসবাস করি অথচ বিভিন্ন মতবাদ সহ শিক্ষা-সংস্কৃতিকে হারাম বলে ফতোয়া জারি করি, দার্শনিকদের কাফের বলে অভিহিত করি| আমেরিকার সাধারণ মানুষ যখন অত্যাচারে নির্যাতনে নিষ্পেষিত হচ্ছিল, রাশিয়া, ফ্রান্সের সাধারণ মানুষেরা স্বাধীনতা পায়নি, ত্রাহী সুরে চিৎকার করছিল লাঞ্ছিত হচ্ছিল| অন্যদিকে ধর্মগুরুদের অবিচার এর যাঁতাকলে চীন সহ পশ্চিমা বিশ্বের মানুষ আত্মহারা হচ্ছিল মুক্তির নেশায়| তখন মুসলিম পন্ডিতেরা চুপ ছিলেন, বিভিন্ন সুলতানেরা ভোগবিলাসে নিজেদেরকে ভাসিয়ে দিয়েছিল | তাহলে কি তখন বঞ্চিত জনতার মুক্তির জন্য কেউ সেখানে যায়নি ?এইজন্য মানুষ সেদিন বিপ্লবকে, সমাজতন্ত্রকে, গণতন্ত্রকে আলিঙ্গন করে নিয়েছে চীন, রাশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্সের মানুষ |এটাই সত্য যে তাদের কাছে ইসলাম ধর্মের আজ কোন আবেদন নেই।একটু ভাবুন ? বর্তমান বিশ্বে অন্যান্য দেশের কথা বাদই দিলাম, ভারতবর্ষের আজকে মসজিদের ইমামগণ সরকার থেকে ভাতা নেন না, ইসলামী সরকারই তো নেই|ভারতবর্ষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র |এখানে সরকারি বেতনের দাবি রাখা বোকামির পরিচয়। কাজেই আমাদের কে জনগণের কাছ থেকে বেতন নিতে হবে এটাই স্বাভাবিক | সূক্ষ্মতিসুক্ষ্ম ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ইসলামিক শরীয়ত বিধানের ছিঁটে ফোঁটা পালন করেন না, কেবলমাত্র শহুরে/গ্রামীণ অর্থনীতিতে সমৃদ্ধশীল ব্যক্তিবর্গরায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মসজিদ, মাদ্রাসা কন্ট্রোল করছেন। যারা অচিরেই পশ্চিমা বিশ্বের শিক্ষা সংস্কৃতি সহ গণতন্ত্র, বিপ্লব, সমাজতন্ত্রের বাণী আত্মস্থ করে নিয়েছে, ফলে "ইমাম" সাহেব নামক কর্মচারী যারা সমাজপতিদের হাতের পুতুল হয়ে দাঁড়িয়েছেন। সামজে তাঁদের মর্যাদা আছে মুখোশে, আন্তরিকতার নেই।পেটে খাবার না থাকলে, কোন ধর্ম কথায় মানুষ ঈমান রাখতে পারেনা।অপরদিকে আইন করে কোন অন্যায় কাজই বন্ধ করা যায় না। অন্যায় বন্ধ করতে পারে সুষ্ঠু, সাম্যক কর্ম পন্থা, অর্থনৈতিক সংস্কার ও নৈতিক পরিবর্তন |
|সমাজের অন্যায় দূর করতে নৈতিক পরিবর্তনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সংস্কার আবশ্যক |কারণ ক্ষুদা এমনি জিনিস যা ধর্ম রীতি-নীতি আইন কানুন কিছুই মানে না। প্রকৃত ইসলামে যে সমাজ প্রতিষ্ঠা হয় সেই সমাজে ক্ষুদা তথা দারিদ্রতা থাকতে পারেনা । এর প্রমাণ ইসলামের সোনালী যুগের ইতিহাস। আল্লাহর রাসূলের জীবদ্দশায় আরব-উপদ্বীপ পুরনো সমাজব্যবস্থা

সমূলে উৎপাটন করে এমন এক আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন যার কারণে সমাজ থেকে দারিদ্রতা দূর হয়েছিল। মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হয়েছিল ।ইসলামে অন্যায় অশান্তি, দারিদ্রতা, রক্তারক্তি কখনোই সহাবস্থান করতে পারেনা।

আমরা উপলব্ধি করেছি যে, অন্যায়, চুরি, ব্যভিচার, সুদ, মদ মুসলমানদের বর্তমানে নিত্য সঙ্গী। এমনকি চুরির ভয়ে আল্লাহর ঘর মসজিদটাকেও তালা বন্ধ করতে হয়।এই সব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই শরীয়ত বিধান অনুসারে প্রকৃত শিক্ষা সহ আর্থ সামাজিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যেই, ইসলামের প্রকৃত নেতা হিসেবে "ইমাম" সাহেবকে লাঘোসা ইসলামিক এডুকেশন সেন্টার মর্যাদা, দিয়ে সমাজ সংস্কারে ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হয়েছে।আপনিসহ আপনার মসজিদ পরিচালিত গ্রামের সকল মানুষের সার্বিক সহযোগিতার মধ্যেই তা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হবে নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী এর মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ।

লাঘোসা ইসলামিক এডুকেশন সেন্টার মানবজাতিকে বিশেষ করে মুসলিম জাতিকে তার কাঙ্খিত শান্তির জন্যই আহ্বান করেছে এবং মর্যাদার মাধ্যমে ইসলামীয় আর্থ-সামাজিক শিক্ষা সংস্কৃতি অনুসরণ করেই তাহা বাস্তবায়নের পক্ষে অগ্রণী ভূমিকা পালনে সার্বিক সহযোগিতায় সচেষ্ট ।আমরা জীবনের মূল লক্ষ্য না জানার কারণে জীবনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ করে ভোগবিলাসে, পরিবার, পরিজন, ভালোবাসা, ভালোলাগা আর রোজগার বিয়ে-শাদী ইত্যাদির মধ্যে নিমগ্ন করে প্রকৃত ইসলামিক সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত হয়েছি ও অ-ইসলামীয় কালচার আলিঙ্গন করে। কাজেই আজকের দিনে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে নানা বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে পর্যায়ক্রমে এগোতে হবে, তাহলে সফলতা আসবে ইনশা -আল্লাহ।

লাঘোসা ইসলামিক এডুকেশন সেন্টার সম্পূর্ণ ইসলামিক আদর্শে প্রতিষ্ঠিত আধুনিক শিক্ষা, সংস্কৃতি, বৃত্তিমূলক, সামাজিক-উন্নয়নমূলক সংস্থা।এই সংস্থার কাজ হল মানবতার কল্যাণে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের সামনে প্রকৃত শিক্ষার আলোকে উগ্রবাদ, সম্প্রদায়িকতা, মাদক, নারী-নির্যাতন, ধর্মব্যবসা, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে জনসচেতনতা তৈরি করা। আমরা আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়নের কাজে সর্বদাই উদগ্রীব।আমরা এসব কাজ করে যাচ্ছি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে কোন বৈষয়িক স্বার্থ ছাড়াই, দেশপ্রেম আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, নৈতিক বিবেকের আহবানে।আমাদের কোন রাজনৈতিক, দলীয় অভিসন্ধি নেই । এই এছাড়া উগ্র, ধর্মান্ধ, ধর্মব্যবসায়ী, সমাজবিরোধী, গোষ্ঠীরা সাধারণ সমাজকে ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বিভিন্ন সময়ে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসকে, ঈমানকে পুঁজি করে ভুল খাতে প্রবাহিত করে জাতিবিনাশী বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে থাকে।জাতির বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম তথা মুসলিম জাতির সর্বপ্রকার মানোন্নয়নের স্বার্থে বিভিন্ন লক্ষ্যে দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে, তাদের সাথে আমাদের কোন যোগসন্ধি নেই বা বিতর্ক মূলক ক্ষেত্রে আমাদের কোন সক্রিয়তা নেই।।পাশাপাশি ইসলাম ধর্মের ধর্মীয় বিষয়ক কোন মাসলা-মাসায়েল ,হাদিস কোরআনের পঙক্তি, ফতোয়া বিভিন্ন মাযহাব, পন্থী, সুফিবাদ এ জাতীয় ক্ষেত্রে আমাদের আগ্রহ ও বিতর্ক কোনটি নেই ।

আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, উদ্দেশ্য আধুনিক প্রযুক্তির শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে বাংলার সমগ্র মুসলিম জাতিকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসা। ইসলামিক আবহে বুনিয়াদি শিক্ষার ভিত্তি মজবুত করতে, আরবি সহ দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষা সহচর্যে একত্রিকরনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দিকে জোর দেওয়া। আমরা বিশ্বাস করি ইসলামের প্রকৃত নেতা হিসাবে "ইমাম" সাহেবকে মর্যাদা দানের মাধ্যমে একটি সুস্থ, শান্তি ও আনন্দময় সমাজ উপহার দেওয়া সম্ভব।যার ফলে আপনাদের দ্বারাই তৈরী হতে পারে ইসলামিক আদর্শে একটি মডেল "স্মার্ট মুসলিম ভিলেজ (S.M.V)" ।

- ❖ পর্যায়ক্রমে আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষনের মাধ্যমে "স্মার্ট মুসলিম ভিলেজ (S.M.V)" বাস্তবায়ন।
- ❖ ইমাম সাহেবদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (মর্যাদা), ইমাম সাহেব ও মসজিদ পরিচালন কমিটির মধ্যে সমন্বয় সংযোগকারী বিভিন্ন নব নীতির ক্রমশ বাস্তবায়ন, হবে ইনশা আল্লাহ ।

আমাদের কথায়/শব্দে/ভাষায় কোনো ভাবাবেগকে আঘাত দেওয়ার উদ্দেশ্য নেই ।
ভুল ত্রুটি থাকলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন ।
আমাদের এই মহতী প্রচেষ্টায় আপনাদের সহযোগিতা ও দু-আ কামনা করি।

ফর্মফিলাপের শেষ তারিখ - ০৭/০৪/২০২৪

ধন্যবাদান্তে,

তারিখ - ১৭.০১.২০২৪
স্থান - লাঘোসা, লাভপুর, বীরভূম

আব্দুস সাত্তার এম.এ,বি.এড (সহ শিক্ষক) মুড্ডা জুনিঃ হাই স্কুল, কুলি কান্দি,মুর্শিদাবাদ
প্রাক্তন শিক্ষক ঃ- লস্করপুর বালিয়া ঘাটি হাই স্কুল, নস্করপুর, শামসেরগঞ্জ,(ধূলিয়ান) মুর্শিদাবাদ
প্রাক্তন সভাপতি ঃ- মাদ্রাসা ইসলামিয়া শামশুল হোদা, লাঘোসা, লাভপুর, বীরভম
সম্পাদক - লাঘোসা ইসলামিক এডুকেশন সেন্টার ।
সম্পাদক - আল-ইসলামিয়া মিশন অ্যাকাডেমী (উঃমাঃ) আবাসিক বালিকা বিভাগ
লাঘোসা, লাভপুর, বীরভূম

কার্যাবলী -

মুসলিম সমাজের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রামস্তর থেকে রাজ্যস্তরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে "লাঘোসা ইসলামিক এডুকেশন সেন্টার" বিবিধ কল্যাণমুখী প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে চলেছে ও ইসলামিক আদর্শে আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতি সহ আর্থসামাজিক উন্নয়নের কর্মসূচি ছাড়াও দেশ ও জাতির প্রয়োজনে জাতীয় সংহতি বজায় রাখতে অবশ্যই ভারতীয় সংবিধানসহ ইসলামী শরীয়তের আইন মেনে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন মত যেকোনো সময় যেকোনো জায়গাতে একত্রিকরণ করে কল্যাণমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে যাহা বর্তমান সময়ে আগামী প্রজন্মকে সুরক্ষিত করতে সুস্থ সমাজ গঠনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ।প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী অন্তবর্তী গঠনমূলক রূপরেখা, কর্মসূচি, কার্যক্রমকে বলিষ্ঠ নিরাপত্তার বলয়ে রাখা হচ্ছে কারণ অসাধু, কূচক্রীদের হাত থেকে (বিকৃত) রক্ষার উদ্দেশ্যে "নিঃশব্দ সামাজিক আন্দোলন"-কে শক্তিশালী করতে জনসাধারণের সামনে না এনে শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠানের সাথে অন্তর্ভুক্ত সদস্যগনের সাথে নির্দিষ্ট আইডি নম্বর দ্বারা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সুরক্ষিত রাখা হবে।এক -একটা কর্মসূচি সময়ের সাথে সাথে ক্রমশ বাস্তবায়িত হবে ইতিবাচক, গঠনমুলক সিদ্ধান্ত দ্বারা জনসাধারণের সামনে, অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

এছাড়া কার্যবলীর বিস্তারিত তথ্য আমাদের ওয়েবসাইট - www.liec.org.in পর্যায়ক্রমে পাবেন ।

আসুন জাতির উন্নয়নের স্বার্থে হিংসা,বিবাদ,সংগঠন,রাজনীতি,ধর্মীয় গোষ্ঠী,বিভিন্ন মাযাহাব,হাদিস,ফতোয়া ইত্যাদি বিতর্কের উর্দ্ধে উঠে একে অপরের হাত ধরে নিজেদের শিক্ষা সংস্কৃতিসহ,আর্থসামাজিক ভিত্তি মজবুতীকরণের লক্ষ্যে একসাথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করি ।সকল জ্ঞানসমাজের কাছে সার্বিক সহযোগিতা ও দু-আ কামনা করছি ।

ধন্যবাদান্তে,

আব্দুস সাত্তার এম.এ,বি.এড (সহ শিক্ষক) মুড্ডা জুনিঃ হাই স্কুল, কুলি কান্দি,মুর্শিদাবাদ
প্রাক্তন শিক্ষক ঃ- লস্করপুর বালিয়া ঘাটি হাই স্কুল, নস্করপুর, শামসেরগঞ্জ,(ধূলিয়ান) মুর্শিদাবাদ
প্রাক্তন সভাপতি ঃ- মাদ্রাসা ইসলামিয়া শামশুল হোদা, লাঘোসা, লাভপুর, বীরভম
সম্পাদক - লাঘোসা ইসলামিক এডুকেশন সেন্টার ।
সম্পাদক - আল-ইসলামিয়া মিশন অ্যাকাডেমী (উঃমাঃ) আবাসিক বালিকা বিভাগ
লাঘোসা, লাভপুর, বীরভূম

তারিখ - ১৭.০১.২০২৪
স্থান - লাঘোসা, লাভপুর, বীরভূম

"শিক্ষাই জীবনের প্রধান বাণী, বিশ্বকে জয় করে জ্ঞাণীরা
নির্মল সুন্দর ধ্যাণীরা, ধ্যাণ-জ্ঞান মিলে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ
আল্লাহর প্রিয় তারা আমরা জানি।"

Contact No: - 9046041138

(Office use Only)
Sl.No.-
Code No -

MARJADA

[A WINGS OF LAGHOSA ISLAMIC EDUCATION CENTRE]

Regd. No. – S/92054/1998-99

APPLICATION FROM FOR MEMBERSHIP OF RIGHT FOR DIGNITY OF IMAMS/ MUEZZIN/OTHERS

VILL+P.O. – LAGHOSA, P.S.- LABPUR, DIST – BIRBHUM, PIN - 731201

E-MAIIL- islamiafoundation.liec@gmail.com, WEBSITE: www.liec.org.in

BANK DETAILS - HDFC BANK LTD. A/C NO 50100368545070 RTGS/NEFT IFSC: HDFC0003025 BRANCH CODE: 3025, MICR CODE: 731240202, PAN: AABAL5221E, TAN:- CALL0472F, UNDER THE DEDUCTION OF INCOME TAX BY -80G,12AA

TO,

STICK PHOTO HERE & SIGN

The Secretary /Executive officer.....

Sir,

I do hereby submit the full particulars of myself as a "Imam / muezzin/Others……" [whichever is applicable, may give tick mark] of the masjid situated at village / town-…… P.O……
G.P./WARD No…… P.S…… Block/ MUNICIPALITY…… PIN Code…….

A 1. Name of the Imam / Muezzin/ Others (in capital letter) ……

Mazhab ……

2. Father's Name: ……..

If having membership in any such as - YES/NO.

3. D.O.B: / / * age: …… 4. NATIONALITY: INDIAN

4.Permanent Address-

VILL- P.O- P.S- BLOCK -
DIST- STATE - PIN-

5. EPIC NO.- 6. AADHAAR NO.- 7. PAN NO.-

8. BANK DETAILS –

Bank Name – Branch Name -

Account No. – IFSC code –

9. E-MAIL Address- Contact No – 1. 2.whatsapp No. ……

10. Educational Qualification: - 11. Period of Experience: -

Received copy –

Contact No: - 9046041138

Sl.No.-

STICK PHOTO HERE & SIGN

A 1. Name of the Imam / Muezzin/Others (in capital letter) ……

2. Father's Name: ……3. Permanent Address –

3. Mode of Form fill up – Online / Hard Copy.

Receiving officer

Date:-

Signature with seal stamp

15. Name of the masjid 's president, secretary, mutawalli (relevant documents with seal stamp, mob no, mandatory)

1. Name of President - …… Mob. No. –……..

sign & Stamp ……

2. Name of secretary - …… Mob. No. –……..

sign & Stamp ……

3. Name of Mutawalli - …… Mob. No. –……..

sign & Stamp ……

4. Member of the masjid committee: - Name- ……

Mob. No. –……sign……

5. Member of the masjid committee: - Name-
……

Mob. No. –
……sign……..

6. Member of the masjid committee: - Name- ……

Mob. No. –……..sign……

(Filled Form can be submitted Physically in the office Or by the Indian Post/ E-mail)

**** Attach Xerox Copies - Aadhar card/Voter card/Bank Account/Educational Qualification**

মর্যাদা আপনার,জাতির তথা দেশের

'মর্যাদা'-র E- Form পাবেন - ৯০৪৬০৪১১৩৮

আপনি - আপনাদের দ্বারাই
ইসলামিক আদর্শে জাতির শিক্ষা সহ
আর্থসামাজিক মানোন্নয়নের সম্ভব ।

ইসলামিক আর্দশে প্রতিষ্ঠিত আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
আল -ইসলামিয়া মিশন অ্যাকাডেমী (উ: মা:)
E-MAIIL- alislamia.mission1998@gmail.com, আবাসিক বালিকা বিভাগ
(তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী)
WEBSITE: www.alislamiamission.in

ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন -
৮৩৪৮৯১০৮৭৮(E-FROM)

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুসৃত পাঠ্যক্রম ছাড়াও CBSE পাঠ্যক্রম ,প্রোজেক্টার ক্লাস, কম্পিউটার, স্পোকেন আরাবিক,স্পোকেন ইংলিশ , NEET & WBJEE - এর কোচিং ,ফাউন্ডেশন কোর্স - UPSC,IAS,IPS,WBSC, কম্পিটিটিভ পরীক্ষা প্রস্তুতি।

১. মেধাবী দুঃস্থ ছাত্রীদের জন্য বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা আছে । ২. মেধাবী সচেষ্ট এতিমদের সম্পূর্ণ মাসিক বেতন বিনামূল্যে ।
৩. শিক্ষা খরচ সাধারণের সার্মথ্যের মধ্যে ।

লাঘোষা, লাভপুর, বীরভুম - ৭৩১২০১

ইসলামিক আদর্শে শিক্ষা-সংস্কৃতিসহ আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়নের জন্য ইমাম/উলেমা তথা জ্ঞানসমাজের "মর্যাদা" বৃদ্ধির লক্ষ্যে

সদস্যপদে অর্ন্তভুক্তি করণের নিয়মাবলী -

১. সকল সদস্য এই মর্মে নিজেও মনে বিশ্বাস করবেন যে মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ, সুতরাং আমরা শুধুমাত্র তার আদেশ মেনে চলব এবং তার কাছেই সাহায্য চাইবো ।

২. পার্থিব জগতের নিয়ম অনুসারে ভারতীয় (ভূখণ্ডে ধর্মনিরপেক্ষ, স্বাধীন) রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা শিক্ষা সংস্কৃতি সহ আর্থসামাজিক মানোন্নয়নের স্বার্থে নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করে সামাজিক সমস্যা সমাধানে পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ থাকতে প্রস্তুত এই বিষয়ে লাঘোসা ইসলামিক এডুকেশন সেন্টারের সাথে অঙ্গীকার বদ্ধ ।

৩. প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমুলক বহুমুখী কার্যকলাপে শুধুমাত্র সদস্যরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

৪. প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত আইডি কার্ড ছাড়া কোনভাবেই কোন অনুষ্ঠানে বা মিটিং বা অফিস কার্যক্রমে বা কার্যালয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

৫. কোনরকম রাজনৈতিক/অরাজনৈতিক/শরীয়তী বিধি-বিধান (হাদিস- মাসলা-মাসায়েল) নিয়ে বিতর্ক বা ঐক্য মতের ফাটল ধরানোর মতো কোনো রকম মন্তব্য গ্রহণ করা যাবে না।

৬. পর্যায়ক্রমে নিজেদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সহ প্রত্যেকটা মুসলিম গ্রামকে ইসলামিক আদর্শে "স্মার্ট মুসলিম গ্রাম (S.M.G)" তৈরি করতে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলী মেনে চলতে হবে ।

৭. সদস্য পদটি অবশ্যই অবৈতনিক।

৮. ইমাম/ মৌলানা সাহেব ছাড়াও অন্য যেকোনো ব্যক্তি সদস্যপদ গ্রহণ করতে হলে কমপক্ষে বাৎসরিক ১২০০ টাকা স্বেচ্ছায় দান দিতে হবে প্রতিষ্ঠানের খাতে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে, তবেই প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচিতে অর্ন্তভুক্তি হবে এবং কমপক্ষে মাধ্যমিক পাস হতে হবে।

৯. ইমাম/মোয়াজ্জেমদের সদস্য পদ গ্রহনের জন্য কোনো ফিজ লাগবে না ।স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের স্বার্থে সাধ্যমতো দান দিতে পারেন,আবার জনগণের কাছ থেকে প্রতিষ্ঠানের দেওয়া বিধান মেনে দান নিতে পারেন তবে সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে জমা করতে হবে এবং ব্যাংক প্রদত্ত রিসিপ্ট জমা করে প্রতিষ্ঠানের রশিদ সংগ্রহ করবেন জনগণের জ্ঞাতার্থে । প্রসঙ্গক্রমে উল্লখ্য যে প্রকৃত পক্ষে অসহায় সাধারণ যে কাউকে সাহায্য পাইয়ে দিতে ইমাম সাহেব/ সদস্য নির্দিষ্ট গাইডলাইন মেনে আবেদন করতে পারবেন ।

১০. সদস্যপদ প্রাপ্তির পর থেকে তিনি কোন রকম অসামাজিক কার্যকলাপে যুক্ত থাকলে বা যুক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে তৎক্ষণাৎ তার সদস্যপথ খারিজ বা বাতিল হয়ে যাবে।

১১. প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানের সকল সদস্যকে পর্যায়ক্রমে আর্থসামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

১২. সকল সদস্য প্রতিষ্ঠানের নিয়ম ও শর্ত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে মানতে বাধ্য থাকবে| কোন প্রকার মতভেদের সৃষ্টি হলে প্রতিষ্ঠান দ্বারা গণতান্তিক পথে নির্ণায়িত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে হবে। এক্ষেত্রে ধর্মীয় ভাবাবেগকে আঘাত দেওয়ার মতো কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না ।

১৩. কোন সদস্যের আকস্মিক দুর্ঘটনার কারণে অঙ্গহানি বা মৃত্যু হলে প্রতিষ্ঠান প্রতিটি সদস্যের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে কমপক্ষে দুই লক্ষ্য পরিমাণ টাকা চেকের মাধ্যমে দেওয়া হবে, আইনত উত্তরাধিকারী এই সাহায্যের টাকা পাবেন। অঙ্গহানি হলে যথাযোগ্য প্রমাণ যাচাইয়ের পর চিকিৎসাজনিত নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা চেকের মাধ্যমে দেওয়া হবে ।

১৪. দুস্থ বা দরিদ্র সদস্য কন্যাদায়গ্রস্থ হলে আবেদনের প্রেক্ষিতে সকল সদস্যের সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে ওই সদস্যকে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সাহায্য করা হবে এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করতে হবে। প্রসঙ্গ গত উল্লেখ্য যে সাহায্য প্রার্থী কন্যা দায়গ্রস্থ সদস্যকে সেই এলাকার পাঁচ জন সদস্য সরাসরি গিয়ে চেকের মাধ্যমে দান করে আসবেন।

১৫. কন্যা/পুত্র উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পেলে আবেদনের প্রেক্ষিতে সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে আমাদের প্রতিষ্ঠান তাকে সাহায্য করবেন মাধ্যমে পূরণ করতে হবে ।

১৬. সকল সদস্য হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে সপ্তাহে বুধবার নিজেদের কার্যবিধি বিষয়ে আপডেট দিতে পারবেন এবং আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে সমস্ত তথ্য ভেরিফাই করে বৃহস্পতিবার প্রতিক্রিয়া দেওয়া হবে নির্দিষ্ট সময়ে।

১৭. প্রয়োজনে জাতির কল্যাণমূলক কার্যক্রম বিবিধ বিষয় সম্পর্কে শুক্রবার জুম্মার দিন প্রতিষ্ঠানের অনুমতি ক্রমে ইমাম সাহেব জুম্মা মসজিদে এলাকাবাসীদের জানতে পারবেন। এয় চিন্তাধারা জাতির সমূহ বিপদ থেকে রক্ষাকবজের কাজ করবে ইনশা আল্লাহ ।

১৮. ভবিষ্যতে সংস্থার আরো বিভিন্ন রকমের সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রম আয়োজিত করলে সকল প্রতিষ্ঠানের সদস্যকে সেই সমস্ত প্রকল্পের আওতায় আনা হবে।

১৯. প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠান তার সমস্ত নিয়মশর্তের পরিমার্জন/পরিবর্ধন/পরিবর্তন করতে পারে করতে পারে যেকোন রকম আর্থিক সাহায্যের ক্ষেত্রে সাহায্যের সর্বনিম্ন পরিমাণ 5 লক্ষ টাকা হবে।

বয়স নির্ধারণ - নিম্ন সীমা ২১ বছর ঊর্ধ্বসীমা ৬০ বছর (চলতি বৎসরে এই শর্তাবলী প্রযোজ্য)।
(ইমামসহ আলেম উলেমা সমাজের জন্য প্রযোজ্য।)

সাধারনের বয়স সীমা- সর্বনিম্ন ২১ বছর সর্বোচ্চ ৪৫ বছর (চলতি বৎসরে এই শর্তাবলী প্রযোজ্য)

সদস্যের স্থায়িত্বকরণ- চলতি বছরে প্রথম রমজান থেকে পরবর্তী বছরে ইদ অবধি ১ বছর প্রোবেশন পিরিয়ড থাকবে পরবর্তী ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে তা সদস্যপদ স্থায়ীকরণ হবে।

- আর্থিক সাহায্য ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য অন্তত সদস্যবাদের স্থায়ীকরণ ২ বছর হতে হবে |
- বাৎসরিক কমপক্ষে ৬টি সর্বোচ্চ ১২ টি প্রতিষ্ঠানের আয়োজিত মিটিংয়ে উপস্থিত থাকতে হবে, গ্রাম থেকে রাজ্য স্তর পর্যন্ত যেকোন ক্ষেত্রে |
- তারিখ, কর্মসূচি, স্থান, সময় নোটিশ এর মাধ্যমে জানানো হবে|
- ৬টি মিটিংয়ে উপস্থিত না থাকলে নিষ্ক্রিয় সদস্য চিহ্নিত হবেন ও স্থায়ীকরণে পিছিয়ে পড়বেন |

প্রতিষ্ঠানের সকল নিয়ম ও শর্ত আমি পড়েছি ও বুঝেছি এবং আমাকে পড়ে শোনানো হয়েছে অতএব আর আমি বিনা প্ররোচনায় নিজের ইচ্ছায় এই সংস্থার একজন অবৈতনিক সদস্য হিসাবে যোগদান করতে সম্মত হয় এই ফর্মে স্বাক্ষর করছি আমি বর্তমান ও ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানের সকল নিয়ম শর্ত মানতে বাধ্য থাকব।আরো ঘোষণা করছি যে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করতে তৎপর থাকিব।

তারিখ -
স্থান -

আবেদনকারী স্বাক্ষর

সংস্থার অধিকারীকের স্বাক্ষর

আসুন আমরা পরস্পরের সমন্বয় রাখি ঐক্য মতের ভিত্তিতে প্রত্যেকের শিক্ষা সংস্কৃতি সহ আর্থসামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি ইসলামিক আদর্শে স্মার্ট গ্রাম তৈরি করি ও মানবতার কল্যাণে অঙ্গীকারবদ্ধ হয় ।